জান্নাতে একদিন

বই	জান্নাতে একদিন
মূল	ড. মুস্তফা হুসনি
অনুবাদক	আমীমুল ইহসান
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

জান্নাতে একদিন

ড. মুস্তফা হুসনি

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

জান্নাতে একদিন

ড. মুস্তফা হুসনি

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

জিলকদ ১৪৪৩ হিজরি / জুন ২০২২ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১৮৬ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের একমাত্র রব। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি, তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং অবশেষে তাঁর কাছেই ফিরে যাব। সালাত ও সালাম নাজিল হোক প্রিয় নবি ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের ওপর।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ»

'জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে কামনাবাসনা দিয়ে; পক্ষান্তরে জান্নাতকে বেষ্টন করা হয়েছে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে।'[১]

জাহান্নামের পথ সাজানো হয়েছে শাহাওয়াত দিয়ে—প্রবৃত্তির কামনাবাসনা দিয়ে। হারাম সম্পদ, হারাম নারী, হারাম কথা, হারাম কাজ প্রবৃত্তির বড়ই প্রিয়। পক্ষান্তরে জান্নাতের পথ বড়ই কণ্টকাকীর্ণ। প্রবৃত্তির অপছন্দনীয় সব বিষয়াদি দিয়ে সাজানো হয়েছে জান্নাতের পথ।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'পার্থিব জীবন ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন কিংবা ছলনা-বিলাস বৈ কিছু নয়। কামনাবাসনায় ঘেরা এই জগতের সর্বত্রই ভোগবিলাসের নিরন্তর হাতছানি। আর আখিরাত পরিণামফল লাভের অনন্ত এক জগৎ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾

১. সহিহুল বুখারি : ৬৪৮৭।

'নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং খেতখামারের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয়।'[২]

যেসব মায়া ও মোহ দিয়ে থরে থরে সাজিয়ে তোলা হয়েছে পৃথিবী ও পার্থিব জীবন আর যেসব কামনাবাসনা দুনিয়াবিলাসী ও আখিরাতবিমুখ মানুষের পরম আরাধ্য, সেগুলো মৌলিকভাবে সাতটি বস্তুতে সীমাবদ্ধ :

- নারী—যাদের বিমুগ্ধ রূপলাবণ্য ও মোহিনী আকর্ষণ মানুষকে ফেলে দেয় ফিতনার জটিল আবর্তে।
- সন্তানসন্ততি—পুরুষের সৌন্দর্য, গর্ব ও সম্মানের প্রতীক।
- স্বর্ণরৌপ্য—কামনাবাসনার মূল চালিকাশক্তি।
- চিহ্নিত অশ্বরাজি—মালিকের মর্যাদা ও গর্বের সম্পদ। শত্রুকে ধাওয়া ও আক্রমণ এবং আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার মোক্ষম হাতিয়ার।
- গবাদি পশু—সফরের বাহন ও মালপত্র পরিবহনে ব্যবহার্য। দুধ, গোশত, কাঁচামাল ইত্যাদির উৎস।
- খেতখামার—মানুষ ও গবাদি পশুর আহার্য, ফলমূল ও ভেষজদ্রব্যের অকৃত্রিম উৎস।

এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনোপকরণগুলো বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা আখিরাতের অন্তহীন সুখ ও অনুপম শান্তির দিকে বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন :

﴿قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

২. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪।

'বলুন, "আমি কি তোমাদের এসব বস্তুর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোনো কিছুর সংবাদ দেবো? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে উদ্যানরাজি—যার পাদদেশ দিয়ে বয়ে যায় স্রোতস্বিনী। আর তারা সেখানকার চিরস্থায়ী বাসিন্দা—তাদের জন্য রয়েছে শুচিশুভ্র সহচরী আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি। আল্লাহ বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।"'[৩]

প্রিয় পাঠক,

জীবনে চলার পথে বরাবরই আমরা প্রবৃত্তির মোহে পড়ে জান্নাতের বিবর্ণ পথ ছেড়ে জাহান্নামের রঙিন পথে হাঁটতে শুরু করি। দুনিয়ার মনোলোভা রং দেখে আমরা ভুলে যাই জান্নাতের কথা, জান্নাতের অতুল নিয়ামতের কথা। ফলে আমরা সহজেই দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে যাই, হারাম ও গুনাহের দিকে পা বাড়াই। অথচ দুদিনের এই দুনিয়ায় সামান্য সবর করলে পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন বিস্তৃত জান্নাত।

আপনার হাতের বইটি মূলত আপনার সামনে জান্নাতকে দৃশ্যমান করে তোলার একটি প্রয়াস। যাপিত জীবনে যেন জান্নাত সব সময় আপনার চোখের সামনে থাকে। জান্নাত যেন আপনার স্বপ্ন ও ধ্যানে পরিণত হয়। ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার নগণ্য আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাস যেন আপনার চোখে তুচ্ছ মনে হয়। জান্নাতের অনন্ত সুখ ও সমৃদ্ধির দিকে চেয়ে আপনি যেন দুনিয়ার ক্ষণিকের হারাম আনন্দকে ছুড়ে ফেলতে পারেন।

প্রতিভাবান লেখক ও দায়ি শাইখ ড. মুস্তফা হুসনি তার অসাধারণ রচনা 'ইয়াওমুন ফিল জান্নাহ' গ্রন্থটি এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংকলন করেছেন। লেখকের চিত্তাকর্ষক ভাষা ও প্রাণময় উপস্থাপনা কল্পনার বুরাকে তুলে আপনাকে নিয়ে যাবে জান্নাতের অনন্ত জীবনের সীমানায়; যেখানে আরশে আজিমের সুশীতল ছায়ায় দোল খায় ফলভারে আনত চিরহরিৎ বৃক্ষের পল্লবিত শাখা; কুলকুল রবে বয়ে যায় দুধের নদী, মধুর স্রোতস্বিনী।

৩. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৫।

জীবনে চলার পথে যখন দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধ আপনাকে মাতাল করতে চাইবে, জান্নাতের এই দৃশ্যগুলো আপনাকে সবর করতে সাহায্য করবে।

বইটির অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার। বইটি ভাষান্তর করা হয়েছে অনেকটা সম্পাদকের ভঙ্গিতে। প্রায় সবগুলো আলোচনাকেই পরিমার্জিত করা হয়েছে। জাল ও জয়িফ হাদিসগুলোর পরিবর্তে সহিহ হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে এবং যথাস্থানে উদ্ধৃতিও সংযোজন করা হয়েছে। কোনো কোনো অধ্যায়ের আলোচনা আগাগোড়া পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। জান্নাতের প্রকৃত বাস্তবতা তো আর ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তবুও যতটুকু কুরআন-হাদিসে এসেছে সেটুকুকে আমরা সুন্দর ভাষায় পেশ করার চেষ্টা করেছি।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি বইটিকে নিখুঁত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুলের উর্ধ্বে নই। তাই পাঠক ভাইদের যেকোনো ধরনের পরামর্শ, সংশোধনী ও সমালোচনা আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব এবং পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের এই টুটাফাটা আমলকে নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নেন, আমাদের সবার অন্তরে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করেন এবং আমাদের এই দুর্বল মেহনতকে আমাদের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন।

দুআ কামনায়
'আমীমুল ইহসান'
০১ মে, ২০২২ ইসায়ি

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১
জান্নাত ১৩
এই কিতাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৬

প্রথম অধ্যায়
জান্নাতের সুসংবাদ

কবরের নিয়ামত ২০
নেককারের মওত ২৬
জান্নাতিদের আমল ৩১
তাওবা জান্নাতের পথ ৩৫
প্রিয় নবির শাফাআত ৪০
আল্লাহর মহব্বত ৪৫
হাওজে কাওসার ৪৮
শাহাদাতের কালিমা ৫২
ভাইকে ক্ষমা করুন ৫৬
রহমানের ছায়া ৬০
বান্দার দোষ গোপন করা ৬৪
মিজান ৬৬
হাশরের ময়দানে মুমিনের মর্যাদা ৭০
আমলের নুর ৭২

দ্বিতীয় অধ্যায়
জান্নাতের দোরগোড়ায়

জান্নাতের দরোজায় ৭৬
জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা ৮০

তৃতীয় অধ্যায়
আপনার জান্নাতি জীবন

জান্নাতের শুরুর মুহূর্তগুলো.....৮৭
এতিমের ভরণপোষণের ফজিলত.....৯২
আল্লাহর প্রতি সুধারণা ৯৫
জান্নাতে নারীদের অবস্থা ১০৪
জান্নাতের খাদ্য ও পোশাক ১০৮
কুরআন ১১৩
জান্নাতের বৃক্ষরাজি ১১৯

চতুর্থ অধ্যায়
অপূর্ব সব নিয়ামত

জান্নাতিদের বৈশিষ্ট্য.....১২৩
রহমানের ঘোষণা ১২৫
দিদারে ইলাহি ১২৯

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

যখনই একটু সুযোগ পাই, কল্পনার পাখায় ভর করে উড়ে যাই স্বপ্নের জান্নাতে—একটি আলো-ঝলমলে দিন কাটাব বলে। জান্নাত সুখ ও সমৃদ্ধির এক অনন্ত কানন, যেখানে আমি খুঁজে পাব হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জন—যাদের বিরহে বিষণ্নতায় ছেয়ে ছিল আমার দুনিয়ার জীবন। পৃথিবীতে কত কিছু পাইনি আমি; পূরণ হয়নি কত স্বপ্ন—কত প্রত্যাশা। কত মধুর তামান্না পুঁতে রেখেছি হৃদয়ের সবুজ আঙিনায়। এখানে এই ধূসর দুনিয়ায় সাধ ও সাধ্যের মাঝে এই যে বিশাল ব্যবধান—বরাবরই ক্ষতবিক্ষত করেছে আমার অবুঝ মনকে।

দুনিয়ায় পদে পদে শৃঙ্খল, পথে পথে বিচিত্র কাঁটাতার; কত বিধি, কত বাধা, কত নিয়মের দেয়াল আটকে রেখেছে আমার চলার পথ। কিন্তু জান্নাত? স্বপ্নের সেই জগতে নিয়মের কোনো বালাই নেই—আছে উদ্দাম ঘুরে বেড়ানোর অফুরান আনন্দ আর ইচ্ছেডানা মেলে উড়ে চলার অনন্ত স্বাধীনতা।

স্বপ্নের সেই কাননে পাপড়ি মেলে হেসে উঠবে সেই সব ভালোবাসার কলি, যার সৌরভে আমোদিত হওয়ার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে দিন গোনে আমার বিরহী হৃদয়। অনন্ত সুখের সেই দেশে আবার মাথা তুলবে প্রেমের সতেজ অঙ্কুর, আবার ডালপালা ছড়াবে মিলনের কচি চারাগুলো—শাখায় শাখায় ছড়িয়ে পড়বে পত্রপল্লবের সবুজ আগুন। সেখানে প্রতিটি দেখাই যেন ঝরঝরে নতুন—যেন উদ্দাম কৌতূহলে ভরা এই প্রথম দেখা—প্রথম সাক্ষাৎ। এখানে এই অনন্ত কাননের পরতে পরতে এভাবে ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি সুখ, শান্তি আর উল্লাস।

এখানে নেই কোনো বঞ্চনা—না পাওয়ার বেদনা; নেই কোনো ভয়, বিরহ কিংবা মরণের যাতনা।

সবুজ কাননের প্রান্ত ছুঁয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাবে শ্বেতশুভ্র দুধের নদী। তারই পারে দাঁড়িয়ে অনাবিল সুখের আমেজে আমি হাসব কেবল—চির অমলিন এই হাসিতে আমি খুঁজে পাব আমার জীবনের পরম সাফল্যের অনুভূতি। কারণ

আমি জানি, আমার রব রাজি আছেন আমার প্রতি। বরং আমার এই হাসিতে তিনিও খুশি। সেদিন আমার রব কথা বলবেন আমার সাথে; বলবেন, 'বান্দা আমার, তোমাকে আমি ভালোবাসি।' সেখানে প্রিয় নবি মুহাম্মাদে আরাবির সঙ্গেও দেখা হবে। ফলভারে আনত চিরহরিৎ বৃক্ষরাজির মধুর ছায়ায় বসে কথা বলব আমরা—যেন যুগ-যুগান্তরের বন্ধুত্ব আমাদের। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

চিরসুখের এই দেশে রোগ নেই, শোক নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই—আছে কেবল সুখ, শান্তি আর আনন্দের প্রবহমান ঝরনাধারা।

আপনার হাতের বইটিজুড়ে এই গল্পগুলোই আমি আপনাদের বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই গল্প তো নিছক গল্প নয়; এগুলো আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সুনিশ্চিত ওয়াদা—যা তিনি স্বীয় অনুগ্রহে অবশ্যই পূরণ করবেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রতি আমাদের হৃদয়ে আছে অনিঃশেষ 'হুসনুজ জন' ও অফুরন্ত সুধারণা। আর তিনি বান্দার সাথে ঠিক তেমনই আচরণ করেন, বান্দা যেমনটি তাঁর ব্যাপারে ধারণা রাখে।

প্রিয় পাঠক, তাহলে চলুন আমাদের সাথে, সুখ ও সমৃদ্ধির দেশে, বেহেশতের সবুজ আঙিনায়। আসুন, হাদিসের আলোকে শুনি জান্নাতের দাস্তান—যাতে আবার নতুন করে আমাদের হৃদয়ে জেগে ওঠে চিরস্থায়ী বসতভিটায় ফেরার অমলিন তামান্না।

জান্নাত...

জান্নাত আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এক মহা নিয়ামত—অনুগত গোলামদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিনের বিশেষ উপহার। যেসব বান্দা দুনিয়াতে আল্লাহর বন্দেগির ব্যাপারে সজাগ ছিল, জগতের রূপ-রস-গন্ধে যারা মোহগ্রস্ত হয়নি, যারা শেষ পর্যন্ত নিজেদের ইমান, আখলাক ও মূল্যবোধ আঁকড়ে ছিল, যারা আর্তমানবতার সেবায় কাজ করেছিল, যারা নিজেদের ইলম অনুযায়ী আমল করেছিল, এটি হলো তাদের পরম গন্তব্য।

এই যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আমরা বললাম, এগুলোই আমাদের পরম কল্যাণ ও সাফল্যের দিকে ধাবিত করে।

বইটি হাতে নিন। এবার আমার সাথে কল্পনা করুন, আপনি সৌভাগ্যবান জান্নাতিদের দলে শামিল হয়েছেন। শ্বেতশুভ্র পবিত্র পোশাকে অন্য সবার সঙ্গে আপনিও রওয়ানা হয়েছেন জান্নাতের প্রধান ফটকের দিকে। আপনার সামনে এখন সেই শ্বাসরুদ্ধকর লোমহর্ষক সোনালি মুহূর্ত, যার জন্য আপনি সারা জীবন প্রতীক্ষায় ছিলেন। চলে এসেছে সেই মুহূর্ত... আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন...

কল্পনা করুন... আপনি দাঁড়িয়ে আছেন জান্নাতের দরোজায়... অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কবে খুলবে... আপনার মুখে খুশির ঝিলিক... চোখে কৌতূহলের উজ্জ্বল আভা.... এমন সময়... সহসা খুলে গেল দরোজা...

সুবহানাল্লাহ!

আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক নতুন দুনিয়া! যা আপনি কখনো দেখেননি : অচেনা রং, অজানা ফুল, মনকাড়া ঘ্রাণ, বহতা নদী, ঝলমলে প্রাসাদ, ছায়াঘেরা বাগান—এত রূপ এত শোভা কল্পনাও করেনি কোনো মানব-মন। আপনার চারপাশে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তো আর বহুমূল্য দুর্লভ পাথর—দুনিয়ার জীবনে যা চোখে দেখাও আপনার জন্য কঠিন ছিল।

প্রিয় নবি ﷺ-এর মুলাকাতের মতো মুবারক ঘটনাও ঘটবে সেখানে। আদম, নুহ, ইবরাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা ও ইসা ﷺ-এর মতো মহান নবিদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হবে।

এমন চাঁদের হাট দেখে আপনি অভিভূত হয়ে বলে উঠবেন, সুবহানাল্লাহ! নিয়ামতের কী বিপুল ভান্ডার এখানে... আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, জান্নাত, জান্নাতের সুখ, জান্নাতের নিয়ামত আপনার কল্পনার চেয়েও বিপুল, বিশাল, সীমাহীন, অফুরান। আমরা সবাই জানি, জান্নাতে আমাদের রব আমাদের জন্য এমন সব নিয়ামতের পসরা সাজিয়েছেন, যার দৃশ্য কোনো চোখ দেখেনি, যার বর্ণনা কোনো কান শুনেনি, যার কল্পনা কোনো হৃদয়ে উঁকি দেয়নি। হাদিসের ভাষায় : (أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ) 'আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি, কোনো মানব-মনে উঁকি দেয়নি।'[৪]

ভেবে দেখুন তো, দুনিয়াতে কত কিছুই তো আপনি দেখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু পারেননি। অপূর্ব শোভাময় বহু পর্যটন স্পটের কথা ভেবে কতবার আপনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেছেন, 'ইয়া আল্লাহ, এই মনোহর জায়গাগুলোতে যদি আমি একবার যেতে পারতাম!'

দুনিয়াতে হয়তো আপনার সেই তামান্না পূরণ হয়নি। কিন্তু আপনার মহিমান্বিত রব কত দয়াময়! দুনিয়ার জীবনে আপনি যতকিছু দেখতে চেয়েছেন সব এখানে দেখতে পাবেন। বরং জান্নাতের এই রূপ এই শোভার কাছে দুনিয়ার ওইসব পর্যটন স্পট কিছুই না—এই দুইয়ে তুলনাই হয় না। কারণ আপনার কল্পনার পরিধি ছাড়িয়ে বহু দূরে বহু উঁচুতে এই জান্নাত।

এবার দ্বিতীয় অংশে আসি : (وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ) 'যা কোনো কান শুনেনি।'

এই বাক্যটি শুনে আপনার মনে কেমন অনুভূতি হয়?

কেমন আওয়াজ আপনাকে আপ্লুত করে?

৪. সহিহুল বুখারি : ৩২৪৪।

কেমন সুর আপনি শুনতে ভালোবাসেন?

কোন মধুর শব্দগুলো আপনার মনে দোলা দিয়ে যায়?

চড়ুই পাখির আওয়াজ আপনার ভালো লাগে? নাকি কারও কৃতজ্ঞতা-মাখা ধন্যবাদ কিংবা জাজাকাল্লাহ ধ্বনি আপনার কানে মধুর হয়ে বাজে? নাকি কোনো নেককার মানুষের হৃদয়-নিঃসৃত দুআ শুনতে আপনার মন চায়? নাকি কোনো প্রিয়জনের মধুর সম্বোধনের জন্য আকুলি-বিকুলি করে আপনার দিল?

সেদিন যখন আপনার এই চাওয়াগুলো পূরণ হবে, আপনার মুখে জেগে উঠবে মুচকি হাসির অমলিন রেখা; আপনার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে সৌভাগ্যের অনাবিল ঝরনাধারা।

আমি জান্নাতের কথা বলছি। সেখানে আপনি শুনতে পাবেন এমন সব মধুময় শব্দমালা, যা তৃপ্তির ঢেউ তুলবে আপনার কর্ণকুহরে।

ওয়াল্লাহি, এমন সব সুখ ও শান্তিতে আল্লাহ আমাদের হৃদয়কে ভরে তুলবেন, যা কখনো আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। আপনার মনের সকল চাওয়া তিনি পূরণ করে দেবেন।

নাহ, কেবল আপনি যা চাইবেন তা নয়; বরং আপনার কল্পনায়ও আসেনি এমন সব সুখ ও শান্তিও আপনি লাভ করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যেমন জানেন, তেমনই জানেন কোথায় আপনার আনন্দ, কীসে আপনার প্রশান্তি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

لَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

'তোমাদের কারও একটি চাবুক পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।'[৫]

সুখ ও সমৃদ্ধির জগৎ অভিমুখে যাত্রার পূর্বে চলুন জেনে নিই এই অভিযাত্রা ও এই গ্রন্থের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

.....

৫. সুনানুদ দারিমি : ২৮৬২।

এই কিতাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জীবনের বন্ধুর পথে যেন জান্নাত সব সময় আমাদের চোখের তারায় ভাসতে থাকে।

আমরা কীভাবে জান্নাতের পথে চলব?

জান্নাতে পদার্পণের ধাপ : মৃত্যুর ফটক পেরিয়ে কবরজগৎ পাড়ি দিয়ে কীভাবে আমরা আল্লাহর দিদারের পরম সৌভাগ্য লাভ করব?

কাজ করতে গিয়ে মানুষ সব সময় ফলাফলের কথা চিন্তা করে। এটিই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যখন সে ওই কাজের সুন্দর ফলাফল দেখে সে কাজটি সম্পাদনের ব্যাপারে আগ্রহী ও উদ্যমী হয়ে ওঠে। ফলে যতক্ষণ না সে কাজটি শেষ করে সেই সুন্দর ফলাফল লাভ করতে পারছে, সে অবিরাম চেষ্টা করে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি কাজটির মন্দ ফলাফল দেখে, তখন যেকোনোভাবে কাজটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

উপমা

পড়াশোনা ও পরীক্ষার দিনগুলোতে আপনি কত মেহনত করেন, কত রাত জাগেন, কত সুখ ও আনন্দ বিসর্জন দিয়ে আপনি প্রস্তুতি নেন। কেন বলুন তো? কারণ আপনি জানেন, ভালোভাবে প্রস্তুতিটা নিতে পারলে আপনি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবেন। আপনি সিরিয়ালে একেবারে শুরুর দিকে থাকবেন। আর পরীক্ষায় সফল হওয়া, প্রথম হওয়া কতই না আনন্দের!

আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়েই বলেছেন আখিরাতের কথা, আখিরাতের অনুপম সুখ ও সমৃদ্ধির কথা; যাতে সাফল্য ও কল্যাণ লাভের প্রত্যাশায় আমরা অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই, দুনিয়ার ফিতনা ও মুসিবতে যেন কোমর বেঁধে দাঁড়াই, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেন আমরা আমাদের প্রবৃত্তিকে দমন করি। যদি আমরা দুনিয়ার এই পরীক্ষায় সফল হতে পারি, তবে আমাদের জন্য রয়েছে পরম সুখের এক অনন্ত জীবন।

উপমা

ধরুন, আপনি একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন, যেখানে মিথ্যা বলে আপনি অনায়াসেই পার পেয়ে যেতে পারেন। তবুও আপনি সত্য কথা বললেন। কারণ আপনি সব সময় আপনার নীতি, আখলাক ও মূল্যবোধের ওপর অবিচল থাকেন, যেগুলো আপনার দ্বীন আপনাকে শিখিয়েছে, আপনার রাসুল ﷺ আপনাকে শিখিয়েছেন। কারণ আপনি জানেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন সত্যবাদীদের ভালোবাসেন। তা ছাড়া আপনি জানেন, এই যে আপনি সত্যের ওপর অবিচল থাকতে কষ্ট স্বীকার করছেন, এর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে এক বিরাট প্রতিদান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ»

'জান্নাত তোমাদের কারও জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।'[৬]

এই কথা বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের এটি বোঝাতে চেয়েছেন যেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে, তার জন্য জান্নাত একেবারেই নিকটে।

উপদেশ

জান্নাতিদের একজন হতে—

- আপন নীতি ও মূল্যবোধের ওপর অটল থাকুন।
- মানুষের ওপর অন্যায় ও জুলুম থেকে বিরত থাকুন।
- কষ্ট ও মুসিবতে সবর করুন।
- আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ আল্লাহর ফায়সালা আপনার জন্য কেবল কল্যাণই বয়ে আনবে।

৬. সহিহুল বুখারি : ৬৪৮৮।

প্রথম অধ্যায়

জান্নাতের সুসংবাদ

- কবরের নিয়ামত.....২০
- নেককারের মওত.....২৬
- জান্নাতিদের আমল.....৩১
- তাওবা জান্নাতের পথ.....৩৫
- প্রিয় নবির শাফাআত.....৪০
- আল্লাহর মহব্বত.....৪৫
- হাওজে কাওসার.....৪৮
- শাহাদাতের কালিমা.....৫২
- ভাইকে ক্ষমা করুন.....৫৬
- রহমানের ছায়া.....৬০
- বান্দার দোষ গোপন করা.....৬৪
- মিজান.....৬৬
- হাশরের ময়দানে মুমিনের মর্যাদা.....৭০
- আমলের নুর.....৭২